দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...24 OCT 1998 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৩....

শিক্ষা বোর্ডের নয়া সার্কুলার জারি॥ খেসারত দিতে হচ্ছে ৪ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থীকে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ড ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো প্রায় চার লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে একই কারণে পৃথক পৃথকভাবে অর্থ আদায় করছে। এই অর্থ আদায়কে কেন্দ্র করে শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে স্কুলগুলোর দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। অসহায় অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা একবার স্কুলকে এবং আরেকবার বোর্ডকে টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছে।

জানা গেছে, এই চার লাখ অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী নিয়মিত হিসাবে না অনিয়মিত হিসাবে পরীক্ষায় অংশ নেবে তা নিয়েই চলছে মূল দ্বন্দ্ব। নিয়মিত হিসাবে পরীক্ষা দিলে আর্থিকভাবে লাভবান হবে স্কুলগুলো। আর অনিয়মিত হিসাবে পরীক্ষা দিলে শিক্ষা বোর্ড লাভবান হবে। দু'পক্ষের এ রশিটানাটানির শিকার হয়ে দেশের চার লাখ পরীক্ষার্থী একবার স্কুলে টাকা দিয়েছে। এরপর আবার বোর্ডে টাকা দিতে বাধ্য হবে। পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী একজন ছাত্র অকৃতকার্য হলে ফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে নিজ বিদ্যালয়ে পুনরায় ভর্তি হয়ে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষা দিতে পারত। '৯৪ সাল থেকে এই নিয়ম চলে আসছে এবং স্কুলগুলো লাভবান হচ্ছে। চলতি বছরের জুনে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর এক মাসের মধ্যে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা নিজ বিদ্যালয়ে বেতন-ফী দিয়ে ভর্তি হয়েছে। এর ফলে তাদের নিয়মিত ছাত্র হিসাবে গণ্য করার কথা। কিন্তু গত ২২ সেপ্টেম্বর '৯৮ শিক্ষা বোর্ডগুলো একটি সার্কুলার জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে '৯৫ ও '৯৬ সালের রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীদের নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে কোনক্রমেই গণ্য করা হবে না। শিক্ষা বোর্ডকে দেয়া নির্দিষ্ট ফীয়ের বিনিময়ে তারা অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে গণ্য হবে। এ সার্কুলার জারির ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়েছে। পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী নিয়মিতকরণ বাবদ তারা ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন ও ফী নিয়েছে। কিন্তু বোর্ডের সার্কুলার অনুযায়ী এরা অনিয়মিত এবং এদের আবারও ফী দিতে হবে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শেখ আমানুল্লাহ বলেন, শিক্ষা বোর্ডের এ নির্দেশ অযৌক্তিক ও অসময়োচিত। এর ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকমহল ক্ষুব্ধ। তিনি বলেন, বোর্ডের আয় বৃদ্ধির জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা কেউ ভাবেনি যে, বিদ্যালয়গুলো কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি বলেন, সময়মতো এ সার্কুলার জারি করলে স্কুলগুলো পুনরায় ছাত্র ভর্তি করত না। এখন ছাত্র ভর্তির পর স্কুলগুলোর কিইবা করার আছে? তিনি বলেন, ছাত্ররা একবার স্কুলে টাকা দিয়েছে আবার বোর্ডকে টাকা দেবে— এটা অযৌক্তিক।